# অল্প-স্বল্প গল্প

## কাইউম পারভেজ

## ।। চামেলীর ফুলখালা ।।

'রূপসী বাংলা'-র সামনে মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে চামেলী। এটা তার নিত্যদিনের অভ্যেস। না, অভ্যেস নয় - বরং কাজ। কাজ না করলে তো ভাত জুটবে না। ওর একার নয় - সংসারের আরো তিনটে মুখে আহার জোটাতে হয় চামেলীর। অনেকদিন ধরেই এ কাজ করছে। এরই মধ্যে দেখেছে শেরাটনের নাম বদলে এখন হয়েছে 'রূপসী বাংলা'। ওর নিজের নামও বদলে গেছে। চুলালী থেকে চামেলী। জন্মের থেকেই নাকি ওর মাথায় অনেক চুল। মা আদর করে বলতো চুলালী। সেটাই নাম হয়ে গেলো। ভুলেই গেছে কবে ওর নাম ছিলো রেনূ। চামেলী নাম দিয়েছেন ফুলখালা। যারা তাঁর কাজ করে তাদের সবাইকে একটা করে ফুলের নাম দিয়েছেন তিনি।

এই যে সিঙ্গেল বাতি এতক্ষণে লাল হইছে। আন্টি, এই মালাটা কিনেন আন্টি।

- এ্যাই ছেরি, যা যা ভাগ। মালা লাগতো না।
- ডেরাইবার ভাই - আপনে কথা কন ক্যান। আমি তো আন্টিরে জিগাইতাছি। আন্টি যদি ভাগায়ে দেয়, যামু গা। আন্টি, লন মালা টা। আমি তো ভিক্ষা করি না। আপনাগো কাছে সুখ বিক্রি করি। এই মালাটা নিয়া আপনার যারে ভালো লাগে হেরেই পরাইবেন। দেখবেন কী সুখ - কী শান্তি।
- এই মেয়ে তোর মালার দাম কতরে?
- আন্টি যা খুশী দেন। না দিলেও চলবো। তয় খুশী হইয়া মালাডা কাওরে পরাইয়েন। ফুলখালায় কইছে সব্বাইরে মালা দিবি। পয়সা দেক না দেক। তার আপনজনেরে জানি মালাটা পরায়। বুঝাইয়া কইবি।
- তুই তো বেশ সুন্দর করে কথা বলতে পারিস।
- আন্টি, আমি তো বেশী লেখা পড়া জানি না - সুন্দর কথা কইতে পারি না। ফুলখালা যা হিগায় হেইডাই কই।
- ম্যাডাম, বাত্তি সবুজ হইছে কিন্তু যে জাম তাতে একখান গাড়িও নড়লো না। আবারো লাল হয়ে গেলো।
- ভালোই হলো। এর সাথে - এই তোমার কী নাম যেন?
- আন্টি চামেলী
- হ্যাঁ, এই চামেলীর সাথে আরেকটু কথা বলি। বেশ ইন্টারেস্টিং। এই রমজান, শোন ওদিক থেকে একটা মিছিল আসছে খেয়াল রেখো। ওরা আনন্দে গাড়ী ভাঙ্গে আবার রাগে অভিমানেও গাড়ি ভাঙ্গে। বিরোধী দলে থাকলেই গাড়ি ভাঙ্গতে হবে। এটাই নিয়ম। কারণে হোক বা অকারণে।
- জ্বী ম্যাডাম
- ঠিক কইছেন আন্টি। এই মালা বেচতে বেচতে এইহানে কত কী যে দেখলাম। হেরা কয় দিন বদলের দিন আইছে। আমাগো তো কিছুই বদলায় নাইক্কা। আগে কইতো উন্নতির জোয়ার আইছে। কত কী যে হুনলাম আন্টি। আর এইহানে দেখলাম খালি গাড়ি ভাঙ্গতে। হেইবার তো এই মোড়ে হরতালের আগেরদিন বাসে আগুন দিয়া তিন চারজন মানুষরে পুড়াইয়া মারলো। হায়রে মানুষের চিৎকার আর কান্দন। গাড়ি ভাঙ্গলেই কী শান্তি আইবো আন্টি? দ্যাশ কী স্বাধীন হইছিলো গাড়ী ভাঙ্গনের লাইগা আর মানুষরে পোড়াইয়া গুলি কইরা মারনের লাইগা?
- চামেলী তোকে আমার খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।
- কী মনে হইতাছে?
- আচ্ছা তোর বয়স কতরে? এতো কথা তুই কী করে জানিস বুঝিস আবার বলতেও পারিস।

- আন্টি - বয়স মনে হয় চোদ্দ পনেরো হইবো - তয় ব্যাডারা যখন আমার দিকে কেমন কইরা জানি তাকায় তখন বুঝি আমার বয়স হইছে। ফুলখালা হিগাইয়া দিছে বিপদে পড়লে কী কী করতে হইবো। আমাগো ফুলখালায় সব জানে। হের কাছ থ্যাইক্কাই সব কিছু শিখছি। হেই তো কইছিলো কেমনে জয়বাংলা হইছিলো, কেমনে মুক্তিযুদ্দারা (মুক্তিযোদ্ধারা) এই হোটেলে আক্রমণ করছিলো। জানেন আন্টি, তখন এর নাম আছিলো ইন্টাকন্টিকাল (ইন্টারকন্টিনেন্টাল)।
- আচ্ছা চামেলী - তোর ফুলখালা তোকে খুব আদর করে তাই না?
- শুধু আমারে না আমগো সবটিরে আদর করে।
- মানে?
- মানি হইলো আমরা যতগুলান মানুষ মালা বেচি ব্যাবাকটিরে ফুলখালা ভালবাসে। আরে হে-ই তো আমগো মালিক। হের ফুলের ব্যবসা। হের লাইগাতো ফুলখালা। - আন্টি জানেন, আমাগো ফুলখালা মালা গাঁথতে গাঁথতে আমাগো কত গল্প করে। কত কিছু হিগায়। দ্যাশ স্বাধীনের গল্প কয়। আবার কান্দেও। সব সময় কইবো পয়সা দেক না দেক মালা কিন্তুক পরাইতে হইবো। দু'চাইরটা মাগনা দিয়া দিবি তবু মালা যেন আপন মানুষরে পরাইতে পারে ..
- ম্যাডাম, জাম আস্তে আস্তে ছাড়তেছে - গাড়ি চালু করবো?
- হাঁ করো - চামেলী তোর ফুলখালাকেও আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।
- আমাগো ফুলখালাও খুব ইনটেসটি ----- আন্টি আপনে হাসতাছেন ক্যান?
- কই হাসছি নাতো! আচ্ছা তুই কী প্রতিদিন এখানে মালা বিক্রি করিস।
- হ, নইলে বাচুম কেমনে?
- দে তোর সব গুলো মালা আমি নিয়ে নেবো।
- না আন্টি - ফুলখালার মানা আছে। আমরা একজনের কাছে দুইটার বেশী মালা বেচতে পারুম না। বেশী মানুষের কাছে জ্যান বেশী মালা দিতে পারি তাই এই নিয়ম। এবার তো মনে হচ্ছে আরো ইনটেসটি ( দু'জনাই হাসে)। নাহ্, তোর ফুলখালাকে আমার দেখতেই হবে। দে মালা দে আর ধর এই তোর দাম।
- খাড়ান আগে মালা দিয়া লই। এতো ট্যাকা তো দাম না। এই খাড়ান খাড়ান।
- চলো রমজান। শোন্ চামেলী আমি আবার আসবো তোর সাথে কথা বলতে। ভালো থাকিস।
- আপনেও ভালো থাইকেন আন্টি - ইনটেসটি ...।

গাড়ী চলতে শুরু করলো। জয়জয়ন্তী আনমনা ভাবছিলেন চামেলীর কথা। ভাবছিলেন মেয়েটি সামান্য আয়ের এক কিশোরী কিন্তু ও যেন খুব সুখী। অল্পতেই তুষ্ট। ওইটুকুন মেয়ের দেশের শান্তির জন্যও উদ্বিগ্নতা আছে। অনেকের নেই। অনেক নেতা নেত্রীরও নেই। থাকবে কেন? ওরা কী দেশের নয় মাসের সংগ্রাম সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে? ফুলখালাটাও মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার .... ইনটেসটি ... পাগলী কোথাকার...

- ম্যাডাম কী অন্য কোথাও যাবেন?
- না রমজান, কেন বলতো?
- না মানি বাসায় তো ঢুইকা পড়ছি অনেক আগে।
- ওহ্ সরি।

চামেলী ভাবে আন্টিটা খুব ভালো। এতো ভালো করে ওদের সাথে সচরাচর কেউ কথা বলে না। ওই যে আবার বাত্তি লাল হইছে - আংকেল এই মালাটা নিবেন আংকেল .....

সময় গড়িয়ে যায়। এরমাঝে জয়জয়ন্তী আরো দু'একবার রূপসী বাংলার রাস্তায় গিয়েছে। চামেলীর সাথে কথাও হয়েছে। সময়ের অভাবে বেশী কথা হয়নি। তবে আজ হাতে একটু সময় নিয়েই রওনা হয়েছে।

- ম্যাডাম, একটা কথা বলবো, যদি বেয়াদবী না নেন?

- বলো রমজান
- না কইতে চাইছিলাম কী আপনারা তো সরল সোজা মানুষ - একটুতেই মায়া মমতা হয় তয় ওই চামিলী গো মতন মাইয়ারা কিন্তু বেশীর ভাগই বজ্জাত। মালা বেচনের নামে ওরা মাইনসেরে ঠকায়, আরো অনেক...
- রমজান, আমার লক্ষ্য চামেলী নয় - চামেলীর ফুলখালা। দেখি ওতো বলেছে আজকে ওর ফুলখালার কাছে নিয়ে যাবে। তুমি গাড়ীটা কোথাও নিরাপদে রেখে আমার সাথে সাথে এসো।
- আচ্ছা ম্যাডাম।

- এই চামেলী, এই যে আমি এদিকে
- এইতো আন্টি এইহানে, আর আমি ওই দিকটায় আপনেরে খুঁজতাছি।
- তো কী, আজ তোর ফুলখালার সাথে দেখা হবে তো?
- হ হইবো। ফুলখালা তো বেজায় খুশী। দ্যাখবেন হে কত্তো ভালা একটা মানুষ। লন যাই।

চামেলী, জয়জয়ন্তী আর রমজান হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো ফুলখালার বাড়ীতে। ছোট্ট একটা টিনের বাড়ী। পাকা দেয়াল। বেশ বড় একটা বারান্দায় কিছু বাসি ফুল-পাতা পড়ে আছে। বোঝা যায় ওটাই মালা গাঁথার কারখানা। ওদের কথা শুনে ফুলখালা বেরিয়ে এসে সালাম দিয়ে সবাইকে ভেতরে নিয়ে যায়।

- এ সময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম মনে হয়।
- কী যে বলেন আপা। আপনার মত মানুষ আমার গরীবের ঘরে আইছেন। আমার কথা হুনতে আইছেন এটা তো আমার ভাগ্য আপা।
- না মানে চামেলীর কাছে আপনার কথা শুনে আমার খুব ইচ্ছে হলো আপনাকে দেখার। পরিচিত হবার। আপনার এই ফুলের ব্যবসাটা দেখলাম আর অন্যদের থেকে আলাদা। তাই ....
- আপা, এই ফুলের ব্যবসাটায় আমার খুব একটা লাভ হয় না আর আমি তা চাইও না। এই কয়েকটা পোলাপানরে দুইটা খাওনের ব্যবস্থা কইরা দেই। আমার সহায় সম্পত্তি আল্লায় যা দিছে তাতে আমার চইলা যায়। ঢাকা শহরে এমন একটা জায়গা দখলের লাইগা বহুত মানুষ চেষ্টা করে কিন্তু আপনের মত কিছু ভালা মানুষ আছে যার লাইগা কেউ আমার ক্ষতি করতে পারে না।
- আপনি কী একাই ... আপনার স্বামী সন্তান ...
- না আপা আমি একাই ... আমার আর কেউ নাই। সত্য হইলো আমি কখনো বিয়া করি নাই আর এখন তো আর বয়স নাই। থাকলেও করতাম না। যারে নিয়া ঘর বাঁন্ধার স্বপ্ন দেখছিলাম হেরেই যখন পাইলাম না ....
- আপনাকে প্রশ্নটা করে আমি বোধহয় কষ্ট দিলাম।
- না আপা হের লাইগা কষ্ট হয় না। কষ্ট অন্য জায়গায়।
- সেটা কী - জানতে পারি?
- জাইনা আর কী হইবো আপা। আমি যা হারাইছি, হারাইছি। তবু যদি দেখতাম হেগো বিচার হইছে তইলে বুঝতাম
- তুমি কী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলছো?
- হ আপা। আমি জানি আপনে কইবেন বিচার তো হইতাছে। কিন্তু বিচার তো মাথাগুলোর হইতাছে কিন্তু যেগুলান আমার মকবুলরে মারছে হেগুলানের বিচার কী কোনদিন হইবো? আমি কী হেইডা আমার জীবনে দেখতে পারমু? ওরে কী ভাবে মারছে আপা আপনে হুনলে চোখ্খের পানি রাখতে পারবেন না।
- কেঁদো না ফুলখালা বলো। আমি তো শুনতেই এসেছি।
- স্বাধীনের আগে থেইক্কাই মকবুল ওই রূপসীতে মালির কাম করতো। ফুলের বাগান করা হে-র খুব পছন্দ। তাই অন্য কোন কাম করতো না। স্বাধীনের যুদ্ধের সময় আমি তখন এই চামেলীর মত। আমারে ভীষণ ভালোবাসতো। একদিন আমি কইলাম মিলিটারীতে ঢাকা শহর ভইরা গেছে চলো আমরা গেরামে চইলা যাই। হে তার বাগান ছাইড়া যাইবো না। পরে জানছিলাম কাগো লগে যানি হের খুব যোগাযোগ আছিলো যারা মুক্তিবাহিনী। মকবুল বাগানের

মালির কাম করতো, হোটেলের সব খবর লইতো আর মুক্তিবাহিনীর কাছে খবর কইতো কেডা কখন আইতাছে হোটেলে, কী করতাছে এইসব খবর। - আপা আপনেরে আগে একটু চা বানাইয়া দেই তারপরে নইলে ....

- না না না তুমি থেমো না - বলো
- একদিন আমার কী মনে হইলো মকবুলরে কইলাম - আমার জানি কেমুন ডর করতাছে। তোমারে আমি ভালোবাসি কিন্তুক আমাদের তো বিয়া হয় নাই তাই তোমার লগে থাকতে পারতাছি না। চলো আমরা কলমা পইড়া বিয়া কইরা ফালাই। মকবুলে কইলো এই সপ্তাটা একটু ব্যস্ত আছি। সামনের সপ্তাহে হইবো। আমি কইলাম কী এতো জরুরী কাম। হে কয় হেইডা তোমার জানার দরকার নাই। দোয়া করো কামডা জানি সঠিকমতন করতে পারি। হের দুইদিন বাদে রাইতের বেলায় রূপসীতে ভীষণ গোলাগুলি আর বোমার শব্দ। পরদিন মকবুল কয় তোমার দোয়া কাজে লাগছে। মানি? কাওরে কইও না খোদার কসম লাগে। আমাগো দল ওই অপারেশনডা চালাইছে। অনেকগুলা খান সেনা আর রাজাকার খতম হইছে। আমি কইলাম তুমি যে মুক্তিবাহিনী তাতো আমারে কোনদিন কও নাই। হে আমার কথার জবাব না দিয়া কইলো এইবার তইলে আমরা বিয়া করতে পারি। কইলো আগামী শুক্কুরবার জুম্মার নামাজ পইড়া তারপর যামু হুজুরের কাছে। আমি হেরে কইলাম কোনদিন তো দিলা না আইজ আমার কথা রাখতে হইবো। হে কইলো বুঝছি, আমার বাগানের ফুল চাও। আমি কইলাম হ। হে ফুল দিছিলো আমি হেই ফুল দিয়া মালা গাঁইথা শুক্কুরবার সাইজাগুইজা বইসা আছি। বিকাইল সইন্ধা রাইত গেলো গা আমার মকবুলের দেখা নাই। পরদিন হোটেলে গিয়া যারেই জিগাই কেউ কইতে পারে না। পরে এক ফকিরে কইলো হে দেখছে রাজাকারেরা তারে চোখ আর হাত বাইন্দা লইয়া গেছে। আরো পরে জানছিলাম হেইদিনকার অপারেশনে হে আছিলো। সমস্ত পথঘাট হে-ই চিনাইয়া দিছে। হেরই ব্যাগে গ্রেনেড আছিলো। দুইদিন পর রাজাকার আর খান সেনারা নাকি পরমান পাইছে মকবুল জড়িত।
- তুমি তার আর খোঁজ পাওনি?
- খোঁজ আর পাই নাই আপা তয় জানতে পারছি হেরে ফ্যানের সাথে না মরা পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখছে আর যখন যার মনে লইছে হেই বেয়োনেট দিয়া খোচাইয়া খোচাইয়া মারছে। খালি জানতে চাইছিলো দলে আর কারা আছিলো। আপা গো - আমার মকবুলে জান দিছে তবু কোনকিছুতেই মুক্তিবাহিনীর নাম লয় নাই। হেই কুত্তারবাচ্চা রাজারকারগুলানের কী বিচার হইবো? সবটির বিচার করণ লাগবো। হেরে বেয়োনেট দিয়া খোঁচাইয়া মারছে আর আমারে অসহ্য যন্ত্রনা দিয়া মারছে যেই যন্ত্রনা আইজো আমি বুকে নিয়া বেড়াই। আপা গো আপনি বুঝবেন না হেই যন্ত্রণা ....
- ফুলখালা তুমি কেঁদো না - আমি বুঝি তোমার যন্ত্রণা। তুমি একা নও তোমার দলে আরো আছে।
- আপারে - বড় আশা কইরা ফুলের মালা গাঁথছিলাম মকবুলরে পরামু হেই আশা আমার পূরণ হইলো না। দ্যাশ স্বাধীনের পর কোন কামকাইজে মন বহাইতে পারি না। পরে এক সময়ে ভাবলাম আমার মকবুল ফুল ভালোবাসতো আমিও ফুল ভালোবাসতে শুরু করলাম। সেই থাইক্যা মনে হয় ফুল ছুঁইলেই আমি মকবুলরে ছুঁইতাছি। আমার জীবনটা ফুল দিয়াই কাটাইয়া দিলাম। নিজে মালা পরাইতে পারি নাই তাই চাই আমার মতন অভাগী য্যান কেউ না হয়। প্রথ্থম প্রথ্থম নিজেই মালা গাঁইথা রূপসীর সামনে ব্যাচতাম। যে যা দ্যায় তাই সই। তবু মানুষ নিজের আপন মানুষরে য্যান মালা পরাইয়া দেয়। একটু সুখ পাক। যে শান্তি আমি পাইলাম না সেই শান্তি হেরা পাক। আর রূপসীও ছাড়ি নাই য্যান মকবুলের কাছাকাছি থাকবার পারি। ... এহন বয়েস হইছে তাই এই পোলাপান গুলারে দিয়া মানুষরে মালা পরাইতে চেষ্টা করি। এগুলাই আমার পোলাপান মনে করি। আমার খুব একটা অভাব নাই খালি আছে কষ্ট। খালি নিজামী দিল্লার বিচার করলে চলবো না আমার মকবুলরে যারা মারছে হেগুলানেরও বিচার করণ লাগবো। হগল রাজাকারের বিচার করণ লাগবো।
- আপা আপনে কান্দেন ক্যান? আমি কী ....
- না ফুলখালা তুমি বুঝবে না এ কান্নায় কত যে সুখ। এসো তুমি একটু আমার বুকে এসো আমি তোমাকে অশ্রু মালা পরিয়ে দেই। ফুলখালা আমার অশ্রুমালা থাকুক তোমার বুকে। তুমি থাকো আমার বুকে।